ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

দিপু রায়
প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম. হাফিজউদ্দিন খান, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়
প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা সহায়তায়
জসিয়া নিশাত করোবী, স্বল্পমেয়াদী গবেষণা সহকারী

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম তলা)
বাড়ি নং ৫, রাস্তা নং ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: ৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংবিধানের ১২৮ এর (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করিবেন'। এ কার্যালয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা, কার্যকরতা ও মিতব্যয়িতা আনার ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। সিএজি কার্যালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারি অর্থ দক্ষতার সাথে ব্যয় হচ্ছে কিনা এবং এই ব্যয়ের ফলে আয়করপ্রদানকারী ও দরিদ্র মানুষের কী কী উপকার হচ্ছে তার বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পর্যালোচনা করা। এই কার্যালয়ের মাধ্যমে সংসদের প্রতি নির্বাহী বিভাগের এবং কর প্রদানকারীদের প্রতি সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। এই কার্যালয়ের কার্যক্রমের ফলে গত ৫ বছরে ১৮,৫২৭.৮৫ কোটি টাকা সমন্বয় ও উদ্ধার করা হয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে সুশাসন আনয়নে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গবেষণালব্ধ তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিএজি কার্যালয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে টিআইবি ২০০২ সালে এর ওপরে একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এর পরবর্তীতে এই কার্যালয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন, যেমন নিরীক্ষা পদ্ধতিতে অটোমেশনের সংযোজন, প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিএজি প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ, খসড়া নিরীক্ষা অ্যাক্ট প্রণয়ন ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তন সম্ভব হলেও এখনও প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে এই কার্যালয় অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারছে না। অন্যদিকে এই কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে সঠিকভাবে নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত না হওয়া এবং সরকারি কার্যালয়গুলোর নিয়মবহির্ভূতভাবে ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত অর্থের আদায় না হওয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে সিএজি কার্যালয়ের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণ, প্রকৃতি ও বিস্তার বিশ্লেষণের জন্য টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো সিএজি কার্যালয়ের আইনগত, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত করা, এই কার্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রকৃতি ও মাত্রা বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলো হতে উত্তরণে সুপারিশ দেওয়া।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **প্রত্যক্ষ তথ্যের** উৎসের মধ্যে রয়েছে, সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শীর্ষস্থানীয়সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুখ্য তথ্যদাতা, বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষণ। এ গবেষণায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪০টি সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। **পরোক্ষ তথ্যের** উৎসের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা, সিজিএ'র প্রকাশনা ও ম্যানুয়াল, সরকারের বিভিন্ন আদেশ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট। মার্চ ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. আইনগত সীমাবদ্ধতা

সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদে রয়েছে 'রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে।' কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ এর অ্যাডিশনাল ফাংশনস অ্যাক্ট ১৯৮৩ সালে সংশোধন করে সেখানে (সেকশন ৩) উল্লেখ করে, সরকার ইচ্ছা করলে সিএজির নিরীক্ষা ক্ষমতা ও প্রাসঙ্গিক আরও যে সকল ক্ষমতা রয়েছে তা স্থগিত করতে পারে। আর এই ক্ষমতা বলে অর্থ মন্ত্রণালয় ২০০২ সালে সিএজির নিয়ন্ত্রণাধীন কনট্রোলার জেনারেল অব অ্যাকাউন্টস (সিজিএ)- কে মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনে ন্যস্ত করে। তবে সংবিধান সংশোধন না করে এই পরিবর্তন আনায় সিজিএর

কাঠামোতে সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন, সিজিএর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তারা এখনও সিএজির নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে এবং তাদের পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি সিএজির মাধ্যমেই হয়।

আবার ২০০৮ সালে সিএজির সাংবিধানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিরীক্ষা আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত হলেও এখন পর্যন্ত তা চূড়ান্ত হয় নি। ফলে সিএজি স্বাধীনভাবে কাজ করতে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন, নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিতে তারা প্রয়োজনীয় আইনী ব্যাবস্থা নিতে পারছে না। অন্যদিকে সংবিধান অনুযায়ী উচ্চ আদালতের বিচারপতি এবং সিএজির মর্যাদা সমান হওয়ার কথা। তাইতো তাঁদের বাজেট, নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অথচ ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স এ উচ্চ আদালতের বিচারপতির মর্যাদা রাখা হয়েছে নবম পর্যায়ে, যেখানে সিএজিকে রাখা হয়েছে ৬ ধাপ নীচে ১৫তম পর্যায়ে। এমনকি মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে পরিচালিত সভায় সিএজিকে একজন সাধারণ সচিবের মর্যাদা দেওয়া হয়।

সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, সিএজির প্রতিবেদনসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। অন্যদিকে রুলস অফ বিজনেস এ বলা হয়েছে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর নিকটও পেশ করতে হবে যা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত হলো, প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত নন সেহেতু তাঁকে এই প্রতিবেদন দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিএজির সাংবিধানিক ক্ষমতাকে লঙ্ঘন করা হয়।

সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠানের, যেমন রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে আবার সার্বিকভাবে রয়েছে সরকারি ক্রয়নীতি। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আইন-কানুনের সাথে ক্রয়নীতির অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয় না থাকার কারণে সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তি হয় না। ফলে সিএজি কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হয়।

সরকার বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন আদেশ জারি করে বা আইনের মধ্যে সংযোজন বা সংশোধন করে। কিন্তু এই সকল পরিবর্তনগুলো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ না করার কারণে নিরীক্ষা দল বা সরকারি কার্যালয়গুলো 'জেনে বা না জেনে' এই সকল নিয়মের লঙ্ঘন করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয় যা দীর্ঘ দিন ধরে নিষ্পত্তি হয় না।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা - অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীলতা

সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সিএজির ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত করার মাধ্যমে সিএজির আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যয় সুনির্দিষ্ট করা না থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ সংক্রান্ত আইনের বলে সিএজি কার্যালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবছর সিএজি কর্তৃক বাজেটকৃত পরিবহণ ও দৈনিক ভাতার সম্পূর্ণটা অর্থ মন্ত্রণালয় বরাদ্দ দেয় না। আবার এক বছরের যাতায়াত ভাতা ও দৈনিক ভাতা সংক্রান্ত বিলের অংশ পরের বছর দেওয়া হয়।

আবার আইন অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা সিএজির থাকলেও, তাদেরকে বাস্তবে অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। পূর্ত, চিকিৎসা বা প্রকৌশল বিষয়ে নিরীক্ষা করতে সিএজি বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও কিছু ক্ষেত্রে এই সকল নিয়োগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায় নি। এছাড়া সিএজির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, শিক্ষা সংক্রান্ত ছুটি ও ক্রয় ইত্যাদির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। একইভাবে যেকোনো নিয়োগ, পদোন্নতি, পুনর্গঠন বিষয়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়।

জনবল সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

সিএজি কার্যালয়ে জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। এখানে কাজের ব্যাপ্তির তুলনায় জনবলের সংখ্যা অনেক কম। ১৯৮৮ সালে অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম দ্বারাই বর্তমান সিএজির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি বছর জাতীয় বাজেট এবং সরকারি কার্যালয়ের সংখ্যা ও কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই সঙ্গে সিএজির কাজের ক্ষেত্র বাড়লেও প্রয়োজনানুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পায় নি। বরং অনুমোদিত পদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শূন্য পদ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, মোট জনবলের মধ্যে প্রথম শ্রেণিভুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তার পদ রয়েছে মাত্র ১৩৫টি যা মোট পদের মাত্র ৩.৬৯%। সিএজির অধীনস্থ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অধিদপ্তরের মাত্র ১০ জন ক্যাডার কর্মকর্তা প্রতি বছর প্রায় ৪০০টি প্রকল্প নিরীক্ষা করে এবং স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তরের ১১ জন ক্যাডার কর্মকর্তা ১২,০০০টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করে। এখান থেকে স্পষ্ট যে, এই স্বল্প জনবল দিয়ে অধিদপ্তরসমূহের পক্ষে এতগুলো প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কাজ

সঠিকভাবে করা সম্ভব না। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরি করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও তা এখনও অনুমোদিত হয় নি।

সিএজি কার্যালয়ের কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য নিয়মানুযায়ী সাবঅর্ডিনেট অ্যাকাউন্ট সার্ভিস (এসএএস) পরীক্ষায় পাশ করার পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই সকল পদোন্নতির জন্য সিএজি ২০০৩ সালে একটি নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করে তা অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও তা এখনও অনুমোদিত হয় নি। ফলে অনেক নিরীক্ষক ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসএএস পরীক্ষায় পাশ করলেও পিএসসির অনুমোদনের অভাবে উচ্চ স্কেলের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ, পিএসসির অনুমোদন না হওয়ার জন্য ২০০৭ সাল থেকে বর্তমানে প্রায় ৫৩৫ জন সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রথম শ্রেণির এবং ২৫০ জন নিরীক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগ্যতার সাথে গ্রেডিং এবং আর্থিক দিকটি সমন্বিত নয়। সম্প্রতি ২০১৩ সালে সিজিএ ও কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফিন্যান্স (সিজিডিএফ) কে গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ করা হলেও সমমর্যাদাসম্পন্ন ডেপুটি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ডিসিএজি) সিনিয়র ও মহাপরিচালক-ফিমাকে গ্রেড-২-তেই রাখা হয়েছে। সিএজি কার্যালয় থেকে এই পদগুলোর গ্রেড উন্নয়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও এখনও তা অনুমোদিত হয় নি।

অন্যান্য ক্যাডারদের সাথে সিএজি কার্যালয়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের গ্রেডিংয়ের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে সিএজির কর্মকর্তাদের অনেকে দীর্ঘদিন (১০-১৫ বছর) ধরে নিরীক্ষা এবং হিসাবের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা সত্ত্বেও উচ্চ গ্রেডিংয়ের জন্য অন্য মন্ত্রণালয়ে চলে যাচ্ছে এবং দীর্ঘদিন একই পদে কর্মরত থাকছে। আবার নন-ক্যাডারদের সিলেকশন গ্রেড এর ব্যবস্থা ১৯৯৮ সালে বাতিল করা হয়। এছাড়াও সরকারের কিছু বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের যেমন নার্স, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, সমবায় কর্মকর্তা, সাব রেজিস্ট্রারদের দ্বিতীয় শ্রেণির করা হলেও নিরীক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণি হওয়ার দাবী পূরণ হয় নি।

প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা

বর্তমানে ফিমার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। তারপরও এখানে অনুশীলন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের চেয়ে লেকচার ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আধিক্য রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন মূল্যায়ন করা হয় না, প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয় না, এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম, পরিবর্তিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রতিবেদনের মান উন্নয়নের ওপর পৃথক কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। এছাড়াও ফিমার প্রশিক্ষকদের অনেকের যোগ্যতার বিশেষ ঘাটতি রয়েছে, এবং অনেকে আন্তরিকতার সাথে প্রশিক্ষণ দেন না। অতিথি প্রশিক্ষকদের সম্মানীর পরিমাণ কম হওয়ায় তাঁদের অনেকে পর্যাপ্ত সময় দিতে চান না।

জবাবদিহিতায় সমস্যা

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সিএজি নিয়োগ করলেও তাঁর জবাবদিহিতার বিষয়টি সরাসরিভাবে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। আবার সিএজির কার্যক্রম ও প্রতিবেদন নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়ার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে কখনই তা হয় না। তবে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি) সিএজির নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করলেও সিএজির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগত মান নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করে না।

জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির (ডিপিসি) মাধ্যমে সিএজির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি হওয়ায় তাদের জবাবদিহিতায় সিএজি কার্যালয়ের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া সিএজি কার্যালয়ে একটি অভিযোগ সেল থাকলেও কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কখনও কোনো বিষয়ে অভিযোগ করেন নি।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

সিএজির নিরীক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। নিরীক্ষকরা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক নিরীক্ষা শেষে আপত্তি দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তার ব্যাখ্যা দেয় বা নথিপত্র সরবরাহ করে। এগুলো অস্পষ্ট বা আর্থিক নিয়মের সাথে যুক্তিপূর্ণ না হলে নিরীক্ষকরা পুনরায় ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠায়। এর জবাব পেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ফলে নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পন্ন করা যায় না। অন্যদিকে পর্যাপ্ত নিরীক্ষা ব্যবস্থাপকের অভাবে কার্যকর তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সম্ভব না হওয়ায় অনেক সময় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ভুল থাকে। আবার প্রতিবেদন তৈরি হলেও তা ছাপানোর জন্য অনেক সময় বিজি প্রেসের সিডিউল পেতে দেরি হয়। এছাড়া নিরীক্ষা করার সময় সম্প্রতি শেষ হওয়া অর্থ বছরের সাথে আগের বছরের কাগজপত্রের ওপরও নিরীক্ষা আপত্তি দেওয়া হয়।

এসব আপত্তি যখন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে পিএসির সভায় আলোচনার জন্য দেওয়া হয় তখন পুরোনো হওয়ার জন্য এসব আপত্তি গুরুত্ব হারায়। এছাড়া এই প্রতিবেদনের ওপর সিএজি কার্যালয়ের কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স টিমের ফিডব্যাক পেতে দীর্ঘ সময় (ক্ষেত্রবিশেষে একবছরেরও বেশি সময়) লাগে। একইভাবে প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পরেও কিছু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ পেতে প্রায় ছয় মাস সময় লেগে যায়। এভাবে কোনো প্রতিবেদন তৈরি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা পর্যন্ত প্রায় এক থেকে দেড় বছর লেগে যায়। সুতরাং প্রতি পদে পদে দীর্ঘসূত্রতায় খুব সামান্য নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তি হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতার পূর্ব থেকে শুরু করে একটি মন্ত্রণালয়ে মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন দেওয়ার পরে এ সম্পর্কে জনগণকে অবহতির জন্য ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বরের পূর্বে কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতো না। ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। যেমন, সর্বশেষ ২০০৮ সালের কিছু প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে রয়েছে।

সংস্কারমূলক কার্যক্রমে সমস্যা

সিএজির কার্যক্রম ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রেই সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় না। এর কারণ হলো, এসব প্রকল্পের বেশিরভাগই সিএজির প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া প্রকল্প ব্যয়ের বড় একটা অংশ পরামর্শকদের বেতন বাবদ চলে যায়। আবার এসব পরামর্শকদের অনেকেরই আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতার অভাব লক্ষণীয়। অন্যদিকে দেশি পরামর্শক নিয়োগের কোনো বিধিমালা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা যাদের দীর্ঘদিন ধরে হিসাবরক্ষণ কিংবা নিরীক্ষা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা নেই বা হালনাগাদ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দক্ষতার অভাব রয়েছে, তাদের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে তারা প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে খুব দক্ষতা ও সফলতার সাথে কাজ করতে পারেন না।

সিএজির কার্যক্রম ফলপ্রসূ না হওয়ার (আপত্তি নিষ্পত্তি ও অর্থ আদায়ে) বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

নিরীক্ষা চলাকালীন সিএজি ও নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠানের নানা দুর্বলতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে নিরীক্ষা নিষ্পত্তির হার খুবই কম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নিরীক্ষা নিষ্পত্তিতে পিএসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পিএসি আলোচনার মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় করতে সমর্থ হয়। তবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলোতে অনেক পুরনো ঘটনা উল্লিখিত হওয়ায় নিরীক্ষা আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। যেমন, ২০০৮-০৯ এর প্রতিবেদন ২০১২ সালে জমা দেওয়ার কারণে নিরীক্ষা আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেককেই আর জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আনা সম্ভব হয় নি।

উল্লেখ্য, নবম সংসদের পিএসি ছাড়া কোনো পিএসিই এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে নি। স্বাধীনতার পর থেকে অষ্টম সংসদ পর্যন্ত মাত্র ৩৩২টি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবম সংসদের পিএসি পুরোনো ৪৯০টি ও নতুন ১৫৮টিসহ মোট ৫৭০টি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করে, যদিও তাদের বিরুদ্ধে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির অভিযোগ রয়েছে।

৪. সিএজি কার্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিয়োগ ও পদায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

সংবিধানের ১২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সিএজি নিয়োগ দিবেন। কিন্তু ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। এক্ষেত্রে একজন দলীয় ব্যক্তির সিএজি হিসেবে নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে। কারণ বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অনেক উদাহরণ রয়েছে। আর এই সকল দলীয় ব্যক্তির নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হয়।

সিএজি কার্যালয়ের কর্মচারী যেমন, নিরীক্ষক, অধস্তন নিরীক্ষক, এমএলএসএস নিয়োগে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, পিএসির সদস্যসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তদবির থাকে। ২০১৪ সালে সিজিডিএফ এর বিভিন্ন পদে মোট ৪১৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয় যেখানে বড় অংকের অর্থের লেনদেন হয়। নিরীক্ষক ও অধস্তন নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে অনেককেই ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ

দিতে হয়েছে। এছাড়া ২০১২ সালে সিএজির নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (ফিন্যান্স) রেলওয়েতে প্রায় ৫০০ জন নিরীক্ষক ও অধস্তন নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। এসময় প্রায় অর্ধেককেই প্রতিটি পদের জন্য ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ ধরনের দুর্নীতির সাথে সিএজি কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ রয়েছে এমন অধিদপ্তরে পদায়নের জন্য সরকারের উচ্চ মহল থেকে তদবিরের প্রয়োজন হয়। যেমন- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অধিদপ্তর, মিশন অডিট অধিদপ্তর, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে অতিরিক্ত অবৈধ অর্থ আদায়ের সুযোগ থাকায় এসব জায়গায় অনেকে পদায়ন পেতে চায়। আবার যেসব কার্যালয়ে নিরীক্ষা করলে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ বেশি সেসব প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য ঘুষ দেওয়া হয়। যেমন, বন্ডেড ওয়্যার হাউজ, ডিফেন্স নিরীক্ষার পূর্ত কার্যক্রম। কখনও কখনও পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। আবার সিএজি কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার (ডিএও) পদে পদায়ন পেতে সিএজি কর্মকর্তারা প্রায় ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা ঘুষ দেয়।

প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটে অনিয়ম

স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে যেমন, বন্ধু ও ব্যাচমেটদের অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচন করা হয়। আবার প্রশিক্ষণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কারণে প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয় না। বিদেশী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন করা হয় না। বরং নির্দিষ্ট কিছু সুবিধাভোগী কর্মকর্তারাই এসব সুযোগ পেয়ে থাকেন। কাজের সাথে সংগতি নেই এমন ব্যক্তিরাও এসব প্রশিক্ষণে অংশ নেন। অন্যদিকে মিশন নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতির কারণে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় না।

দায়িত্বে অবহেলা

মহাপরিচালকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সিএজি কার্যালয় থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। মহাপরিচালকরা সঠিকভাবে কার্যক্রম পালন করছেন কিনা, তাঁরা মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরি করছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট কোনো জবাবদিহিতা নেই। এছাড়া তাদের কাজের জন্য সিএজি কার্যালয় থেকে কোনো বার্ষিক পরিকল্পনা নেই। ২০১১-১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ২০১৩ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার নিয়ম থাকলেও ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এসে কতটি প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে এ বিষয়ে মহাপরিচালকদের জবাবদিহি করা হয় না। তাঁদের জবাবদিহিতায় ঘাটতির প্রভাব পড়ে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরও। আবার মহাপরিচালকরা যখন দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন তখন বাস্তবিক পক্ষে তারা আর নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি করতে সক্ষম হন না।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার জন্য সিএজির কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই মাঠ পর্যায় থেকে নিরীক্ষা দল যতটুকু তথ্য নিয়ে আসে তার বাইরের কোনো তথ্য সিএজি কার্যালয়ে পাওয়া যায় না। ফলে এই নিরীক্ষা দলের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। আবার মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা আপত্তি সঠিকভাবে যাচাই-বাছাইয়ে প্রতিটি স্তরে রয়েছে দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দায়িত্বহীনতা। ফলে এই সকল আপত্তি নিষ্পত্তির হার অনেক কম। এছাড়া মাঠপর্যায়ের নিরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল সঠিকভাবে অনুসরণও করা হয় না।

মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকালীন অনিয়ম-দুর্নীতি

সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঘুষ আদায় করে এবং তাদের নানা ভাবে হয়রানি করে। প্রতিটি নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল দ্বারা হয়রানির ধরন প্রায় একই রকম। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই এই নিরীক্ষা দলকে ঘুষ বা উপঢৌকন, যাতায়াত খরচ ও খাবার খরচ দিতে হয়। স্থানীয় পর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষা দল কোনো কোনো নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠান হতে তাদের থাকার খরচ আদায় করেছে। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের সংখ্যা ও অর্থ ব্যয়ের সুযোগ বেশি এবং আপত্তির ধরন বেশি যৌক্তিক ও জোরালো তাদের হতে অধিক পরিমাণ ঘুষ আদায় করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন হয় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে। ছোট বাজেট সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘুষ নিয়ে দর কষাকষি না হলেও নিরীক্ষা শেষে নিরীক্ষা দলকে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। আর বড় বাজেট ও প্রকল্পসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুষ নিয়ে সমঝোতা হয়ে থাকে এবং সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। নিরীক্ষা করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময় ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে জোরালো ও অধিক পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির ওপরে উত্থাপিত আপত্তিগুলো বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিগুলোই চূড়ান্ত হিসেবে নেওয়া হয়। এসব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের গ্রহণযোগ্য যুক্তি দিতে সমস্যা হয় না। কখনও কখনও নিরীক্ষা দল নিজেই আপত্তির উত্তর তৈরি করে দেয়। ফলে পরবর্তীতে দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় সভাগুলোতে এসব আপত্তি সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির তুলনায় অনিয়মের ওপরে বেশি আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং আপত্তির সংখ্যাও কমানো হয়।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষার পরবর্তী সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি

নিরীক্ষা দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিরীক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠানকে চিঠির মাধ্যমে আপত্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং আপত্তির জবাব দিতে বলা হয় যা দ্বিপক্ষীয় সভার (ওসিএজি প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা হয়। আবার দ্বিপক্ষীয় সভায় অনিষ্পন্ন আপত্তিগুলো ত্রিপক্ষীয় (ওসিএজি, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি) সভায় আলোচনা করা হয়। উভয় সভাতেই কখনও কখনও সবগুলো আপত্তি একসাথে উত্থাপন করা হয় না, আপত্তির বিষয়ে সমাধান হলেও এই সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় না, ব্যাখ্যা যৌক্তিক হলেও গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফেলে রাখা হয়। ত্রিপক্ষীয় সভাগুলোর জন্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে যাতায়াত খরচ, খাবার খরচ ছাড়াও ৪-৫ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। আরো একটি দুর্নীতির পথ হচ্ছে দীর্ঘদিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এর জন্য পর্যটন এলাকায় দ্বিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা হয় এবং ১৫-২০ বছরের পুরোনো আপত্তি কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ লেনদেনের সার্বিক চিত্র

গবেষণায় দেখা গেছে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত খাতে ঘুষ লেনদেন বা আদায় করা হয়ে থাকে।

সারণি ১.১: সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ লেনদেনের সার্বিক খাত

ক্রমিক নম্বর	ঘুষ প্রদানের খাত		সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংশ্লিষ্ট কাজের খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
১	নিয়োগে দুর্নীতি (নিরীক্ষক, অধস্তন নিরীক্ষক ও ড্রাইভার নিয়োগ)		উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সিজিডিএফ)	৩,০০,০০০-৫,০০,০০০
			উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (এডিজি ফিন্যান্স-রেলওয়ে)	৩,০০,০০০-৪,০০,০০০
২	পছন্দমত প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার সুযোগ		উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	৫০,০০০-১,০০,০০০
			অ্যাসোসিয়েশন	১০,০০০-২০,০০০
৩	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে (বাৎসরিক নিরীক্ষা)	৫০,০০০-১,০০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (বাৎসরিক নিরীক্ষার বাইরের নিরীক্ষা)	৪,০০,০০০-৫,০০,০০০
			উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (মাসিক)	১০,০০০-২০,০০০
৪	পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)		বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে	১% - ২% (বিলের)
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (বাৎসরিক নিরীক্ষা)	৫০,০০০-১,০০,০০০
৫	সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)	সিএও	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	২০,০০০-১,০০,০০০
		জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক	৫,০০০-১০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- সরকারি কার্যালয় কর্তৃক	৩০,০০০-৪০,০০০
৬	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক	৫০,০০০-৫,০০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- শাখা কার্যালয় কর্তৃক	৫০,০০০-২,০০,০০০
৭	বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (প্রতি কোটিতে)	৫,০০,০০০
৮	প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- পূর্ত সংক্রান্ত কাজের জন্য	৫০,০০০-১,০০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী-রেশন খাতে	১,০০,০০০-১,৫০,০০০

৯	ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	২০,০০০-১,০০,০০০
১০	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	৪,০০০-৫,০০০
১১	দীর্ঘ দিনের পুরোনো আপত্তি নিষ্পত্তিতে	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (কমপক্ষে)	২০,০০০

৫. পূর্বের গবেষণার সাথে তুলনামূলক চিত্র

টিআইবির পূর্বের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ১৭টি নির্দেশকের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে ৭টি নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ৭টি নির্দেশকের ক্ষেত্রে একই রকম অবস্থা বিরাজ করছে এবং ৩টি নির্দেশকের ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

৬. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সিএজি সাংবিধানিক পদ হলেও বাস্তবে এর স্বাধীনতা বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা যেমন জনবলের ঘাটতি ও সুযোগ-সুবিধার অভাবসহ অন্যান্য সমস্যার কারণে ওসিএজির কার্যক্রম প্রত্যাশিত পর্যায়ে পরিচালনায় ঘাটতি, ওসিএজির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায় অডিটে সঠিক চিত্র প্রতিফলিত না হওয়া এবং দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ওসিএজির নিরীক্ষা আপত্তির জবাব না দেওয়া, এবং পিএসির সুপারিশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ না নেওয়ায় অবৈধভাবে ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় হচ্ছে না এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর জবাবদিহিতা ও শাস্তির ব্যাবস্থা না থাকায় সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যহত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ দিচ্ছে।

৭. সুপারিশ

স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১.	সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত নিরীক্ষা আইন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগের বিধিমালার অনুমোদন দিতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়
২.	সিএজিসহ এই কার্যালয়ের সকল নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে	রাস্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সিএজি কার্যালয়
৩.	ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সে সিএজিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতির সম মর্যাদা দিতে হবে। ডিসিএজি সিনিয়র ও এডিজি (ফিন্যান্স) রেলওয়ে ও ডিজি ফিমাকে গ্রেড ১, মহা পরিচালকদের গ্রেড ২ করাসহ নিম্নের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে	মন্ত্রী পরিষদ ও অর্থ মন্ত্রণালয়
৪.	ওসিএজিকে বাজেট, নিয়োগসহ সকল বিষয়ে সাংবিধানিক স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চত করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়
৫.	সিএজিকে তার অধীনস্থ বিশেষ করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
৬.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাল পারফরমেন্সের জন্য পুরষ্কার বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করা ও দুর্নীতিসহ বিধি-বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
৭.	সিএজি কার্যালয় থেকে নিরীক্ষার জন্য একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা করতে হবে যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ে নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য ফলোআপ এবং সুপারভিশন জোরদার করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
৮.	নিরীক্ষার প্রতিবেদন কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নিকট জমা দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ ও কার্যকর করতে হবে	সিএজি কার্যালয়

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
৯.	সিএজি কার্যালয়ের অভিযোগ সেল সম্পর্কে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জানানোর জন্য প্রচারণা চালানো এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১০.	বছরে একবার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং অবৈধ উৎস থেকে আয়কৃত অর্থের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১১.	নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দুর্নীতির তথ্য ব্রেকিং নিউজের ন্যায় সিএজির ওয়েবসাইটে স্ক্রলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার দিনই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবেদনের তথ্য সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে	সিএজি কার্যালয়

মধ্যম মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১২.	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দুর্নীতির তথ্যগুলো সিএজি পিএসিকে দিবে যাতে পিএসি এই দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে	সিএজি কার্যালয়, পিএসি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৩.	সিএজির প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো হাতে নিতে হবে এবং প্রকল্পগুলোর পরামর্শক নিয়োগের জন্য নিজস্ব নীতিমালা থাকতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১৪.	ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০% করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য তাদের সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১৫.	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে দুটি আলাদা অধিদপ্তরে ভাগ করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১৬.	জরুরি কার্যক্রমের (ক্রাস প্রোগ্রাম) মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	পিএসি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়
১৭.	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে সিএজি কার্যালয়ের অনলাইন সংযোগ থাকতে হবে যাতে সিএজি নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়	সিএজি কার্যালয় ও সিজিএ কার্যালয়
১৮.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালার তৈরি করে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাতে হবে	অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়

দীর্ঘ মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১৯.	সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয় ও হিসাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা খুলতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়
২০.	নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা থেকে পারফর্মেন্স নিরীক্ষার দিকে যাওয়ার জন্য একটি কৌশল তৈরি করতে হবে এবং এর জন্য ধীরে ধীরে জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে	সিএজি কার্যালয়

-০-